

AMFI-WB WE-LEAD Project

Individual Case Study:

Overcoming Adversity through the WE-LEAD Project - The Story of Puja Das:

Background:

Sankrail Block, Howrah District:

Residing in the Mandalpara area of Raghudevhati, the family of Sebadas and Palash Das was



steeped in poverty. Palash Das worked as a laborer in a mill in Bauria. Despite their hardships, they managed to marry off their elder daughter. Their younger daughter, Puja Das, was a ninth-grade student when the COVID-19 pandemic struck, bringing a nationwide lockdown and causing Palash Das to lose his job.

Family Tragedy

Amidst this turmoil, a significant incident shook the family. Puja Das eloped and married an unemployed youth. This event brought immense shame and sorrow to her parents, who subsequently severed all ties with her. Initially, Puja's married life seemed fine, but it quickly deteriorated. She faced inhumane treatment from her mother-in-law and abuse from her husband. With no option to return home, Puja endured the mistreatment. She soon realized she was

pregnant, but this did not stop the abuse, and she continued to bear the brunt of all household chores.

Escaping Abuse

Understanding the dire situation for herself and her unborn child, Puja eventually fled back to her parents' home. Despite their initial estrangement, her parents took her back upon seeing her condition. Even after Puja gave birth to a son on December 1, 2022, her husband and in-laws showed no concern. However, upon learning of the birth, her husband began to harass Puja, trying to forcibly take the child.

Intervention and Support

In April 2023, the SIDBI Launched WE-LEAD Project of AMFI-WB, commenced in Sankrail block of Howrah district. Puja Das was surveyed on August 9, 2023, and was introduced to the EDP module and concepts of entrepreneurship. For Puja, the We Lead Project opened a new chapter in her life. Though she had not been able to continue her education due to her early marriage, she had developed a determination to do something significant for her son's future.

Training and Resilience

Puja began training in the beautician trade, starting a new chapter in her life. However, her past continued to haunt her. One day, her husband appeared, attempting to take her son by force. When Puja's father intervened, he was beaten severely. Puja and her mother spent the night at the police station, and by morning, the police returned her son. They wanted to file a case, but local influential people threatened them, saying the police would take Puja and her son away. Out of fear, they refrained from filing a case.

Current Situation and Future Aspirations

After this incident, Puja stopped attending classes and stayed indoors. Upon learning about her situation, AMFI – WB's BOARD Members involved the Women and Child Welfare Center, who began working on the issue, providing counseling and taking legal steps against her husband and his family.

Currently, Puja has been undergoing training for two months. Alongside her training, she has started earning by providing threading, facials, and haircuts to her neighbors and friends. She is determined to open her own parlor one day and dreams of earning enough to raise her son and relieve her parents' hardships.

Puja Das's story is a poignant example of resilience and the transformative power of empowerment projects like We Lead, which help individuals, overcome severe adversities and rebuild their lives.

AMFI-WB WE-LEAD Project

স্বতন্ত্র কেস স্টাডি:

WE-LEAD প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রতিকূলতা অতিক্রম করা - পূজা দাসের গল্প

প্রেক্ষাপট:

সাঁকরাইল ব্লক, হাওড়া জেলা:

রঘুদেববাটি মণ্ডল পাড়া নিবাসি রেবা দাস ও পলাশ দাস এর দুই কন্যা নিয়ে দারিদ্রতার মধ্যে ছোট সংসার।



পলাশ দাস বাউরিয়ার একটি মিলে শ্রমিকের কাজ করেন। অভাব অনটনের মধ্যে তাঁদের জীবন যাপন। বড়ো কন্যার বিবাহ দেন কোনও রকমে। ছোট কন্যা পূজা দাস তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী, এর মধ্যেই আসে কভিড ১৯ এর কালো ছায়া। সারা দেশ তথা গোটা বিশ্বে নেমে আসে লকডাউন, এক প্রকার কর্মহীন হয়ে যান পলাশ দাস।

পারিবারিক দুঃখজনক ঘটনা

এরই মধ্যে তাঁদের পরিবারে ঘটে যায় এক দুর্ঘটনা, ছোট কন্যা পূজা দাস এক কর্মহীন ছেলের সাথে পালিয়ে বিয়ে করে নেয়। লজ্জায় দুঃখে বাবা মা কন্যার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

পূজা দাস অল্প বয়সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রথম প্রথম সব ঠিক থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই নিজের ভুল বুজতে পারে। শাশুড়ির অমানবিক ব্যবহার এবং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে কষ্ট সহ্য করতে থাকে। কারন তার আর বাড়ি ফেরার মুখ ছিল না। স্বামী প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করলেও ধীরে ধীরে সেও পরিবর্তন হতে

শুরু করে এবং তার সাথে শুরু হয় মারধর। এর মধ্যেই পূজা বুঝতে পারে যে সে গর্ভবতী, সেই কথা স্বামী ওঃ শ্বশুরবাড়ির লোক জেনেও অত্যাচারে কমতি থাকে না, বাড়ির সমস্ত কাজ তাকেই করতে হত এই অবস্থায়।

পূজা বুঝতে পারে এমন চলতে থাকলে তার ও তার বাচ্চা বাঁচবে না, তাই একদিন পালিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসে। বাবা মা সমস্ত কথা শুনে ও নিজের মেয়ের এমন অবস্থা দেখে কাছে টেনে নেয়। এর পর পূজার বাচ্চা জন্ম হওয়া পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোক কোনও খোঁজ খবর নেয় না। ০১/১২/২০২২ তারিখে পূজা একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেয়। এই খবর পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় স্বামীর অত্যাচার যে কোণো প্রকারে সে ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়।

হস্তক্ষেপ এবং সমর্থন

এর মধ্যেই ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকে SIDBI Supported AMFI – WB এর We Lead Project শুরু হয়। ০৯/০৮/২০২৩ তারিখ পূজা দাস এর বেসলাইন সার্ভে হয় এবং নিয়ম মত EDP মডিউল বোঝানো এবং তাঁদের Entrepreneur ও Entrepreneurship বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। We Lead Project যেন পূজার কাছে জীবনের এক নতুন দ্বার খুলে দেয় কারণ অল্প বয়সের ভুলের কারণে সে পড়াশোনায় আর যুক্ত হতে পারেনি, কিন্তু জীবনে কিছু একটা করে নিজের ছেলেকে বড়ো করার একটা জেদ তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যেই।

বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা

বিউটিশিয়ান ট্রেড প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে পূজা নতুন ভাবে জীবন বাঁচতে শুরু করে, কিন্তু অতিতের কালো ছায়া যেন তাঁর পিছু ছাড়ে না। এর মধ্যেই একদিন তাঁর স্বামী এসে হাজির হয় এবং ছেলেকে জোর করে নিয়ে যেতে চায় পূজার বাবা বাধা দিলে তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে চলে যায়। পূজা এবং তাঁর মা সারা রাত থানার সামনে বসে থাকলে পুলিশ সকালে তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দেয়। কেস করতে চাইলে এলাকার কিছু প্রভাবশালী মানুষ তাঁদের ভয় দেখায় যে পুলিশ পূজাকে এবং তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে তাই ভয়ে আর কেস করে না তাঁরা। এই ঘটনার পর পূজা ক্লাস এ আসা বন্ধ করে দেয় এবং বাড়ি থেকেও বেরয় না। খোঁজ নিয়ে সব জানার পর AMFI – WB এর BOARD Member নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে বিষয়টি জানাই। তৎক্ষণাৎ তারা এর বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন, তাঁকে কাউন্সিলিং করেন এবং ওই ছেলে এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন।

বর্তমানে পূজার প্রশিক্ষণ দুই মাস চলছে, ইতিমধ্যেই সে বাড়িতে কাজ করার পাশাপাশি আশেপাশের প্রতিবেশি ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নিজের প্রতিভা দ্বারা উপার্জন করা শুরু করেছে। থ্রেডিং, ফেশিয়াল, হেয়ার কাটিং এর কাজ করছে পূর্ণ উদ্যোগে। তাঁর স্বপ্ন নিজের একটা পার্লার খুলবে এবং উপার্জন করে নিজের ছেলেকে বড়ো করার পাশাপাশি মা বাবার দুঃখ দূর করবে।